সংবাদ

তারিখ 14 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

তৃতীয় বিশ্বে স্কুল শিক্ষায় মেয়েরা পিছিয়ে

সংবাদ ডেস্ক

সারাবিশ্বে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি স্কুলে যাচ্ছে? আশার কথা বৈকি! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাধ্যমিক স্তর শেষ হওয়ার আগেই বেশিরভাগ মেয়ে স্কুলের পাট চুকিয়ে দিচ্ছে।

জাতিসংঘের মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য হলো ২০১৫ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশের শিশুদের জন্য অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। জাতিসংঘের 'ইউ এন গার্লস এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ' গত ১০ বছর ধরে চেষ্টা করছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে, যেন প্রতিটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে। সে উদ্যোগকে বাস্তবে পরিণত করতে হাতে নেয়া হয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপ।

জাতিসংঘের বেশকিছু জরিপ অনুযায়ী গত দশকে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপসহ এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা আসছে বেশি জানালেন ইউনিসেফের পরিচালক এছুনি লেক। তবে সব দেশই যে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে তা কিন্তু নয়। মাধ্যমিক স্তরে দেখা গেছে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম। উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মেয়ে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে বাড়িতে বসে রয়েছে।

গত ১৮ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এছুনি লেক বলেন, যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা আবশ্যক। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মেয়েদেরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং শুধু শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে ছেলেদের চেয়ে বেশি; কিন্তু মাধ্যমিক স্তর শেষ করার আগেই তাদের আর স্কুল চত্বরে দেখা যাচ্ছে না।

বিভিন্ন দেশের ওপর জরিপ চালিয়েছে জাতিসংঘ। জানতে চেয়েছে, কোন দেশে কত মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে এবং সরকার তা প্রতিহত করতে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রুয়ান্ডায় ১৪ শতাংশে মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিল এবং বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের কারণে সম্প্রতি তা ২ শতাংশে এসে নেমেছে। সরকার মেয়েদের জন্য ৯ বছর অবৈতনিক শিক্ষার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন রুয়ান্ডার শিক্ষামন্ত্রী মাটিয়াস হারেবামুৎও।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না সে শিক্ষার যথাযথ মান থাকা চাই। স্কুলে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত না হলে কোন ছেলেমেয়েই বেশিদিন স্কুলে যাবে না বা স্কুলে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে জানান 'সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি'র উপ-প্রধান ডেভিড উইকিং। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, কী শেখাচ্ছি? কেন শেখাচ্ছি? বাচ্চাদের আগ্রহ কোথায়? কারণ যেসব বাচ্চারা স্কুল ছেড়ে দেয়, তাদের অনেকেই পরবর্তীতে বিভিন্ন অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মেয়েদের বেশি করে স্কুলে পাঠাতে হবে প্রতিটি মেয়ে যেন অন্তত মাধ্যমিক স্তরটি শেষ করতে পারে। ডয়েচে ভেলে।